কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ১৩"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْث অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে আব্বার কাছে যাও এবং এটি তার মুখমণ্ডলে লাগাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে আমার এখানে চলে আসো।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ
بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সূরা ইউসুফে ১২:৯৩)

২. তাদের কাফেলা যখন মিশর থেকে যাত্রা শুরু করলো, তখন ইয়াকুব বললো, আমি ইউসুফের সুবাস পাচ্ছি।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ
تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের ঘ্রান পাচ্ছি। (সূরা ইউসুফে ১২:৯৪)

৩. পরিবারের লোকেরা ইয়াকুবকে বললো, আল্লাহর কসম, আপনি আপনার পুরোনো (বৃদ্ধ বয়সে) বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত আছেন।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ الربع

লোকেরা বললঃ আল্লাহর কসম ! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৯৫)

৪. অতঃপর যখন আনন্দ সংবাদের বাহক এসে উপস্থিত হয়, সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখমণ্ডলে রাখে, আর সাথে সাথে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ
اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (সূরা ইউসুফে ১২:৯৬)

৫. তারা (ভাইয়েরা) বললো, বাবা, আপনি আমাদের অপরাধ মাফীর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা অবশ্যই অপরাধে লিপ্ত ছিলাম।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾

তারা বললঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।

(সূরা ইউসুফে ১২:৯৭)

৬. সে (ইয়াকুব) বললো, হ্যাঁ আমি প্রভুর কাছে তোমাদের মাফ করে দেয়ার জন্যে অচিরেই আবেদন জানাবো। নিশ্চয় তিনি মহান ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

সে (ইয়াকুব) বললেন, আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।
(সূরা ইউসুফে ১২:৯৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিজের খারাপ কৃতকর্মের জন্য খাস দিলে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, কারণ তিনি মহাক্ষমাশীল, পরমকরুনাময়। আসুন আমরা মহান, পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাই। আল্লাহ তার বান্দাহ ক্ষমা চাইলে অত্যন্ত খুশি হন, এবং ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/